দৈনিক ইনকিলাব ৫।

তারিখ ... JAN. 23. 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ...৩...

## চাহিদার ৭০ ভাগ পুস্তক সরবরাহ

# নীলফামারী জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পুস্তক সংকট

নীলফামারী থেকে জেলা সংবাদদাতা ঃ নীলফামারী জেলার ৬টি থানার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক সংকট প্রকট। সরকারীভাবে ৮ লাখ ৫৬ হাজার ৮৮৬ সেট বইয়ের চাহিদা থাকলেও ৬ লাখ ৩১ হাজার ৪৮৯ সেট বই সরবরাহ করা হয়েছে। চাহিদা অনুপাতে সরবরাহ ৭০ ভাগ। অনেক ক্লাসের বিষয় ভিত্তিক অনেক বই এখনো পৌছেনি।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্র মতে, জেলার প্রথম শ্রেণীর থেকে ৫ম শ্রেণীর পর্যন্ত ছাত্রীর সংখ্যা ২ লাখ ৮৮ হাজার ৪৫৭ জন। এছাড়াও এনজিও ও এবতেদায়ী মাদ্রাসা ও রেজিষ্ট্রেশন বিহীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। উল্লেখিত ছাত্র-ছাত্রীদের অনুকূলে সরকারী বরাদ্দ না দেয়ায় এ সংকট প্রকট হচ্ছে। সূত্র মাতে, জেলার প্রথম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৬২ হাজার ৪২৫ জন। বই বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৪১ হাজার ৬১৩ সেট। অর্থাৎ বই সংকট ২০ হাজার ৯৪৫ সেট। দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৬১ হাজার ৬০৮ জন। বরাদ্দ পাওয়া গেছে ৪১ হাজার ৬৮ সেট। এতে ঘাটতি হচ্ছে ২০ হাজার ৫৪০ সেট বই। তৃতীয় শ্রেণীর ৫৮ হাজার ৮৪৩ জন ছাত্র-ছাত্রীর অনুকূলে বরাদ্দ দিয়েছে ৩৯ হাজার ২২৫ সেট। ঘাটতি ১৯ হাজার ৬১৮ সেট বই। এছাড়াও তৃতীয় শ্রেণীর জন্য বাংলা, ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের পাঠ্যপুস্তক এখনো শিক্ষা দফতরে পৌছেনি। ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৫৬ হাজার ৭৬৯ জনের অনুকূলে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৩৭ হাজার ৮৪২ সেট। ঘাটতি রয়েছে ১৮ হাজার ৯২৭ সেট বই। এ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে ইংরেজী, ইসলাম ধর্ম বই এখনো পৌছেনি। অপর দিকে ৫ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৪৮ হাজার ৮১২ জন এবং বরাদ্দ মিলেছে ২৪ হাজার ৪০৬ সেট বই। ঘাটতি রয়েছে চাহিদার অর্ধেক। এ শ্রেণীর গণিত বিষয়ের বই এখনো পৌছেনি। এ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক ৫০ শতাংশ সরবরাহ করবে এবং অবশিষ্ট বই পুরাতন বই থেকে ঘাটতি পূরণ করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে। কিন্তু পুরাতন বইয়ের সংকট বরাবরই রয়েছে। তাই পুরাতন বই দিয়ে ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব হয় না বলে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বিপদে পড়েছেন। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ শুধুমাত্র সরকারী ও রেজিষ্ট্রার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পিটিআই বিদ্যালয়ে বরাদ্দকৃত বই বিলি করছে। এবতেদায়ী মাদ্রাসা, রেজিষ্ট্রার বিহীন প্রাথমিক বিদ্যালয় এনজিও বিদ্যালয়, কমিউনিটি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এখনো বই পায়নি। বাজারে বইয়ের অভাবের সুযোগে এক শ্রেণীর কর্মকর্তার যোগসাজশে সৈয়দপুর,

নীলফামারী, ডোমার, ডিমলা, জলঢাকা ও কিশোরগঞ্জ থানা শহরের কতিপয় বই বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান গোপনে বিনামূল্যের বিতরণে সীল দেওয়া এসব বই বিক্রি করছে বলে অভিযোগ পাওয় গেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর চাহিদা মতে বই সরবরাহে ব্যর্থ হবার কারণে বিপুল সংখ্যক কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রী বই না পাওয়ায় শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

ধৃষ্ঠতাপূর্ণ অমার্জনীয় কার্যকলাপে দ্বীনদার ও দেশপ্রেমিক মানুষ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। কর্তৃপক্ষ যদি এহেন ব্রাহ্মণ্যবাদের দালালদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা না করেন তবে তৌহিদী এবং দেশপ্রেমিক জনতা এর যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। আর এর দায়দায়িত্ব কর্তৃকপক্ষকেই বহন করতে হবে।